গাংনীতে ৭৫ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক বিক্রেতা আটক

গাংনীর ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৭৫ বোতল ফেনসিডিল সহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছেন।

আটকরা হলেন কৃুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার চকদৌলতপুর গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার মৃত মুঞ্জেল শেখের ছেলে ময়নাল শেখ (২৭) ও একই উপজেলার তারাগুনিয়া গ্রামের কৈপালপাড়া এলাকার মতিউর রহমানের ছেলে মেহেদী হাসান (২৬)।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক পৌনে ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার রামনগর বাজার মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলসহ এই দুই মাদক কারবারীকে আটক করেন পুলিশ।

এসময় মাদক বহন করার কাজে ব্যবহৃত একটি হিরো হোন্ডা মোটরসাইকেল যার নং (কুষ্টিয়া-হ, ১২-৬৬৫৩) জব্দ করা হয়েছে।

ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান, এএসআই শরীফ আবুল কালাম ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযানে অংশ নেন।

ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান বলেন, রামনগর মোড় হয়ে মাদকের একটি চালান পাচার হবে এমন গোপন সংবাদে সেখানে অবস্থান নেয়া হয়। পরে ওই দুজন মাদক ব্যবসায়ী মোটরসাইকেল যোগে ফেনসিডিল নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা মাদক ফেলে পালানোর চেষ্টা করলে তাদের আটক করা হয়।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৫ জুলাই) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে বলে জানান এসআই জহির রায়হান।

[redacted]

[redacted]

জীবননগরে চেয়ারম্যানের উপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ সভা

জীবননগর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের কৃঞ্চপুর গ্রামের তিন ফসলী কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কেন্দ্র করে রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আঃ রশিদ শাহের উপর হামলার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫টার সময় জীবননগর উপজেলার রায়পুর গ্রামে ইউনিয়নবাসীর আয়োজনে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত সময়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় ।

রায়পুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি তাজ্জদ মির্জার সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ শাহ্।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য আব্দুর রাজ্জাক শাহ, রায়পুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রওশন, রায়পুর ইউপি সদস্য মানিক,১নং ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি ইসমাইল বিশ্বাস, ৫নং ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু তালেব,সাধারন সম্পাদক আতিয়ার রহমান,৬নং ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি তালেব,সাধারন সম্পাদক কেরামত আলী,যুবলীগ নেতা মশিয়ার রহমান, জীবননগর উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি নয়ন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় প্রতারণার মাধ্যমে

হাতিয়ে নিচ্ছে টাকা

স্বপ্নে দেখা টিউবওয়েলের পানিতে কবিরাজি চিকিৎসা। এতে বিভিন্ন জেলার শত শত নারী-পুরুষ চিকিৎসা নিতে হাজির হচ্ছে আলমডাঙ্গার পোলতাডাঙ্গায়।

স্বপ্নের টিউবওয়েলের পানি সেবনে টিউমার সহ মরণব্যাধী ক্যান্সারজনিত রোগে সুফল পাচ্ছে বলে দাবি করেন কবিরাজ পায়রা খাতুন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের পোলতাডাঙ্গা গ্রামের একরামুল হোসেনের স্ত্রী দুই সন্তানের জননী পায়রা খাতুন। সে গত ৩ বছর পূর্বে পায়রা খাতুন অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়।

বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিলেও রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা নিয়েও সুস্থ হতে পারে না। পায়রার স্বামী প্রবাস ফেরৎ একরামুল বর্তমানে সে কৃষি কাজ করে।

গত ২০২১ সালে পায়রা খাতুন ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দেখে তার বাড়ির টিউবওয়েলের পানি পান করলে বিভিন্ন রোগ থেকে উপশম পাবে। এমন স্বপ্ন সে বারবার দেখে।

এমন স্বপ্নের পর গত ২০২১ সালে ঈদুল আজহা ঈদের দিনগত রাতে তার মাথার চুলে হঠাৎ জট বাঁধে। এতে পরিবারের লোকজন সকলে অবাক হয়ে যায়। এক পর্যায়ে পায়রা খাতুন নিজের বাড়ির টিউবওয়েলের পানি দিয়ে কবিরাজি শুরু করে। এতে অনেক সুস্থতা লাভ করেছে দাবি তাদের।

স্থানীয়রা জানায়, গত ১ বছর যাবৎ পায়রা খাতুন কবিরাজি কাজ শুরু করে। তার বাড়ির টিউবওয়েলের পানি নিয়ত করে পান করলে বিভিন্ন রোগ থেকে উপশম পাওয়া যায়।

এমন চিকিৎসার কথা চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার মানুষ টিউবওয়েলের পানি নিতে লাইন দেয় পায়রার বাড়িতে। সপ্তাহের সোমবার ও শুক্রবার সকাল থেকে টিউবওয়েলের পানি সরবরাহ করা হয়।

কবিরাজ পায়রা খাতুন জানান, আমি স্বপ্নে দেখার পর টিউবওয়েলের পানিতে অনেক মানুষকে পানি দিয়েছি। তারা সেবন করে টিউমার ও ক্যান্সারের মত রোগ থেকে তারা উপকৃত হয়েছে। সপ্তাহে দু’দিন পানি

নিতে ভিড় জমায় সাধারণ মানুষ।

তিনি আরো জানান, টিউবওয়েলের পানি সরবরাহের জন্য মোটর ব্যবহার করা হচ্ছে। ড্রামে পানি ভর্তি করে সেখান থেকে বোতলে পানি নিয়ে যাচ্ছে অনেকে। এতে তারা অনেক উপকৃত হচ্ছে।

মেহেরপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর ৩য় তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির প্রধান কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব সুমন পারভেজের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল হাদী।

পৌর জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব হামিদুল ইসলামের সার্বিক পরিচালনায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মর্তুজা আলম বুলবুল, প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পৌর জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান।

এ সময় নেতৃবৃন্দ বলেন, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আদর্শ অনুযায়ী তারা কাজ করছেন আগামীতেও কাজ করে যাবেন।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খিলাফত আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মিঠু আহম্মেদ,জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য

নজরুল ইসলাম, আনছারুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পরে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আত্মার মাফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত শেষে উপস্থিত মুসল্লিদের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে টোকাইয়ের উস্কানিতে যুবককে পিটিয়ে আহত

গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের এক টোকাইয়ের উস্কানিতে জাহিদুল ইসলাম (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে বেদম প্রহার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন পিতা পুত্র।

আহত জাহিদুল ইসলাম মেহেরপুর ২৫০ শয্যার হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন। তবে তার চিকিৎসা চলছে।
জাহিদুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মৃতু ওমর আলীর ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ জুলাই) সকাল ৯ টার দিকে গাংনী উপজেলার গোপলনগর গ্রামের মাসুদুর রহমান ও তার ছেলে মিলন হোসেন মারপিট করে আহত করে।

ইকতার আলী জানান, হাড়িয়াদহ গ্রামের বেনাগাড়ির মাঠে পার্শ্ববর্তি গোপালনগর গ্রামের আনসার আলীর একটি অকেজো স্যালো মেশিন দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে আছে। ফলে স্যালো মেশিনের পাইপটি বন্ধ হয়ে গেছে।

গতকাল বুধবার হাড়িয়াদহ গ্রামের টোকাই চান কুমার দাশ গোপালনগর গিয়ে মিথ্যে তাল মেরে উস্কানি দিয়েছে। উস্কানিতে বলা হয়েছে ওই স্যালো মেশিনের পাইপের মুখ হাড়িয়াদহ গ্রামের জাহিদুল বন্ধ করে দিয়েছেন। টোকাই চান কুমারের লাগানো উস্কানিতে আজ বৃহস্পতিবার জাহিদুলকে গোপালনগর গ্রামের মধ্যে পেয়ে মাসুদ ও তার ছেলে মিলন বেদম মারপিট করে। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। পরে তার কানে সমস্যা হওয়ায় মেহেরপুর ২৫০ শয্যার হাসপাতালে রেফার্ড করে।

এঘটনায় আহত জাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে হামলাকারী পিতা পুত্রের নামে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন।

গাংনীর রামনগরে বাঁশ নিয়ে ফ্যাসাদ! উভয়পক্ষের ৫ জনসহ আহত

- ৭

গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে বাঁশ কাটাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে দুই পক্ষের ৫ জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, রামনগর গ্রামের মৃতু আব্দুস সাত্তারের ছেলে আমিরুল ইসলাম (৩৫) ও শহিদুল ইসলাম (৪০)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন, মৃতু হারুন অর রশিদের ছেলে আজমত আলী (৬৫), ছেলে জিয়ারুল ইসলাম (৪৫) ও তার ছেলে সাহারুল ইসলাম (২১)।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ জুলাই) সকাল ৯ টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা সকলেই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌ের প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

আহত জিয়ারুল ইসলাম জানান, আমার বাবা দাদার পৈত্রিক সম্পত্তির উপর থাকা বাঁশ প্রতিপক্ষ শহিদুল ইসলাম ও আমিরুল কেটে নেয়। আমরা তাদের নিষেধ করলে আমাদের নানাভাবে গালাগাল করেন। প্রতিবাদ করলে তারা লাঠি শোঠা নিয়ে আমাদের উপর হামলা করেন। অপরদিকে শহিদুল ইসলাম অভিযোগ করেন, আমরা বাঁশ ঝাড়ের কিছু বাঁশ তাদের জমির উপর পড়লে প্রতিপক্ষরা সে বাঁশ তাদের দাবী করেন। আজ সকালের দিকে বাঁশ নিয়ে উভয় পরিবারের লোকজনের বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এতে উভয়পক্ষের ৫ জন আহত হন।

অপরদিকে গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন মৃতু ওমর আলীর ছেলে জাহিদ (৩৫) ও চাঁদপুর গ্রামের মিলন

হোসেনের ছেলে নাসিম হোসেন (১৩)।

সাংবাদিক রুবেল হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেল হত্যার প্রতিবাদ, হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি সহ সারাদেশের সাংবাদিক নির্যাতন, খুন, গুম, মামলা, হামলা ও হয়রানির প্রতিবাদে জেলা প্রশাসনকে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সামনে মেহেরপুরের সকল সাংবাদিকগণ এ মানববন্ধনে অংশ গ্রহণ করে। সাংবাদিকদের সংহতি জানিয়ে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল।

এসময় তিনি সাংবাদিক রুবেল হত্যার রহস্য উন্মোচন করে হত্যায় যারাই জড়িত থাক, তাদের অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মন্টু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সাংবাদিক তুহিন অরণ্য, মহাসিন আলী আঙ্গুর, রুহুল কুদ্দুস টিটো, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব রহমান,বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সহ-সভাপতি ইয়াসিন রেজা, রিপোর্টার্স ক্লাবের সাবেক সাধারণ আতিক স্বপন, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম।

সাংবাদিক বেন ইয়ামিন মুক্তের সঞ্চালনায় এছাড়াও দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার জেলা প্রতিনিধ ফারুক মল্লিক, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধ রাশেদুজ্জামান, বিবিসি চ্যানেলের জেলা প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, বিজয় টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তৌফিক উদ দোলা

রেজা, ভোরের কাগজ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মুর্তজা ফারুক রুপক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসককের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলামের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, দৈনিক কুষ্টিয়ার খবর পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ও দৈনিক আমাদের নতুন সময় পত্রিকার কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি হাসিবুর রহমান রুবেল গত ৩ জুলাই (রোববার) রাত ৯টার দিকে কুষ্টিয়ার সিঙ্গার মোড়ে পত্রিকা অফিসে কাজ করছিলেন। এ সময় মোবাইল ফোনে একটি কল আসলে তিনি কাউকে কিছু না বলেই তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে যান। এরপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। তার সবগুলো মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। এ ঘটনায় ওই দিন রাতেই সাংবাদিক রুবেলের ছোট ভাই মাহবুব কুষ্টিয়া মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। পরে বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমারখালী পৌরসভার তেবাড়িয়া এলাকায় নির্মাণাধীন গোলাম কিবরিয়া সেতুর নিচে তার অর্ধগলিত লাশ পাওয়া যায়।

গাংনীতে পিকআপের ধাক্কায় তামাক কোম্পানির কর্মকর্তা নিহত

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপুর নামক স্থানে পিকআপের ধাক্কায় রিপন হোসেন (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ জুলাই) সকাল পৌনে আটটার দিকে এ সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত রিপন হোসেন গাংনী উপজেলার মাঝের গ্রামের হকাজ্জেল হোসেনের ছেলে। সে জাপান বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানির মাঠ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন।

স্থানীয়রা জানান, রিপন হোসেন মোটরসাইকেল যোগে আকুবপুর নামক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শুভরাজপুর। খেলায় ১ম পুরস্কার হিসেবে একটি গরু, ২য় ও ৩য় পুরস্কার দুটি ছাগল প্রদাণ করা হয়েছে।